দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ঃ তদন্ত কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সন্ত্রাস ও হত্যার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং অফিসার ও কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সন্ত্রাসী ঘটনা তদন্তের জন্য আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। মঙ্গলবার সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এই কমিটির অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন- বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর এম মসিহুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রভোষ্ট প্রফেসর মনিরুল হক, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন ও কর্ম-চারী সমিতির তিনজন সভাপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন

(৩-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ঃ তদন্ত কমিটি গঠন

আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সিন্ডিকেট সভায় গত সোমবারের সন্ত্রাসী ঘটনার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় উক্ত সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা করে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক অফিসার ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়।

সভায় জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসার যাবতীয় খরচ ও ক্ষতিপূরণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও ধর্মঘটের সমর্থনে এক বিশাল সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক অফিসার কর্মচারীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

ছাত্রসমাবেশ

সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত ঘটনার জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দায়ী করা হয়। একই সাথে সন্ত্রাসীদের মদদদানের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারী ভূমিকার নিন্দা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রফ্রন্ট নেতা বেলাল চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের রুহিন হোসেন প্রিন্স, ছাত্রলীগের (বা-কা) আবদুল্লাহিল কাইয়ুম, ছাত্রমৈত্রীর রাগীব আহসান মুন্না, ছাত্র ফেডারেশনের উদয় পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আজ থেকে ১০ দিনব্যাপী সন্ত্রাস বিরোধী সভাসমাবেশ, স্মারকলিপি পেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রলীগ (ম-ই) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও ইকবালুর রহিম বক্তৃতা করেন।

মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী অভিযোগ করেন বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক, ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানান।

বিবৃতি প্রদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাসদ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি অমল সেন ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ নূরুল আলম, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামী, এনডিএ'র চেয়ারম্যান খন্দকার মোশতাক আহমদ, এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান কর্নেল (অবঃ) আবদুর রশীদ ও সেক্রেটারী জেনারেল আনোয়ার জাহিদ, বাংলাদেশ জনতা দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের চেয়ারম্যান হাফিজ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক মুরাদ, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির সভাপতি শেখ আশরাফ হোসেন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আবদুল মোবিন, ছাত্র ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ফখরুল আহসান রানাসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজবাদী ছাত্রজোটের সভাপতি মামুনার রশীদ কচি ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম লানজু, জাতীয় ছাত্র সমাজ (জাতীয়তাবাদী)-এর আহ্বায়ক মীর নাদিম মোহাম্মদ ডাবলু ও যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ জামাল হোসেন, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি নেয়ামতুল্লাহ আল ফরিদী ও সেক্রেটারী জেনারেল গাজী আতাউর রহমান, ইসলামী ছাত্রসেনার সভাপতি আহাম্মদ সোলায়মান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোহাহেবউদ্দীন বখতেয়ার এবং জাতীয়তাবাদী প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার আহ্বায়ক আলহাজ এম এস ইসলাম, সদস্য সচিব এম গিয়াসউদ্দীন মোল্লা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোখলেছুর রহমান।

জিন্নাহর লাশ দাফন

সংবাদদাতা জামালপুর থেকে জানান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত ছাত্রনেতা জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহর লাশ মঙ্গলবার দেওয়ানগঞ্জ থানার কালিকাপুর গ্রামে তার নিজ বাড়িতে দাফন করা হয়। এর আগে দেওয়ানগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বেলা ১১টায় তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের জেলা ও থানা শাখার নেতৃবৃন্দ এবং আত্মীয়স্বজনসহ হাজার হাজার লোক জানাজায় শরীক হন।

গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতা জিন্নাহ গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হবার পর ঐদিন রাত সাড়ে তিনটায় একটি প্রাইভেট পিকআপ ভ্যানে করে তার লাশ জামালপুরে আনা হয়। এখানে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে লাশ কিছুক্ষণ রাখার পর মঙ্গলবার ভোর ৬টায় তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। জিন্নাহর লাশ পৌঁছার খবর ছড়িয়ে পড়লে দেওয়ানগঞ্জ থানায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এ সময় কালিকাপুর গ্রামে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে।

বিকাল ৩টায় দেওয়ানগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল যৌথভাবে এক শোকসভার আয়োজন করে। থানা বিএনপি সভাপতি আবদুস সামাদ শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন। পরে এক বিরাট শোক মিছিল থানা সদর প্রদক্ষিণ করে।